দৈনিক ইত্তেফাক

62

তারিখ 24 NOV 1998
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১.....

প্রসঙ্গঃ ভর্তি পরীক্ষা

নয়া শিক্ষাবর্ষ এখনও শুরু হয় নাই। কিন্তু রাজধানীর স্কুলগুলিতে 'ভর্তির মৌসুম' শুরু হইয়া গিয়াছে। সহযোগী দৈনিকে প্রকাশিত প্রতিবেদনে গত রবিবার বলা হইয়াছে যে, রাজধানীর কয়েকটি নামকরা বেসরকারী স্কুলে আগামী শিক্ষাবর্ষের জন্য ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হইয়া গিয়াছে। ভর্তি ফরম বিক্রি করা হইতেছে। দুই একটি স্কুলে ভর্তি ফরম বিক্রয়ও শেষ। এখন ভর্তি পরীক্ষার পালা। একটি স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ৬০০ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ইংলিশ মিডিয়ামে ৫০ সর্বসাকুল্যে ৬৫০টি শূন্য আসনের বিপরীতে ইতিমধ্যেই চার সহস্রাধিক ভর্তি ফরম বিক্রি হইয়াছে। দুই-একটি নামকরা স্কুলে এখনও ভর্তি ফরম বিতরণ শুরু হয় নাই, তবে শীঘ্রই শুরু হইবে। মহানগরীর ২৪টি সরকারী স্কুলে এখনো ভর্তি ফরম বিক্রির দিন-ক্ষণ স্থির করা হয় নাই, তবে শীঘ্রই করা হইবে বলিয়া প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হইয়াছে।

রাজধানীতে স্কুলের অভাব আছে এই কথা হয়তবা বলা যাইবে না। কিন্তু নিঃসন্দেহে 'ভাল' স্কুলের অভাব রহিয়াছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্যানুসারে ঢাকা মহানগরীতে সরকারী, বেসরকারী, প্রাথমিক, নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক কিন্ডার গার্টেন, ইংলিশ মিডিয়াম, এনজিওদের স্কুল ইত্যাদি মিলাইয়া সহস্রাধিক স্কুল আছে। কিন্তু এইসব স্কুলের একটি ক্ষুদ্র অংশ 'ভাল স্কুল' নামে পরিচিত। সরকারী স্কুলগুলি এবং কিছুসংখ্যক বেসরকারী স্কুল অভিভাবকগণের নিকট ভাল স্কুল হিসাবে গণ্য হইয়া থাকে। অধিকাংশ অভিভাবকই চান তাঁহার সন্তানকে এইসব স্কুলের কোন একটিতে ভর্তি করাইতে। ইহার ফলেই প্রতিবছর স্কুলে প্রবেশের বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলে-মেয়েদের অভিভাবকরা নিজ নিজ সন্তানদের ভাল স্কুলে ভর্তি করাইবার লক্ষ্যে উঠিয়া পড়িয়া লাগেন। কোমলমতি শিশু সন্তানকে তাঁহারা যথাসম্ভব তৈরী করেন ভর্তি পরীক্ষার জন্য। প্রতিবছরই ভর্তি পরীক্ষার সময় স্কুলের বাইরে অপেক্ষমাণ উদ্বেগাকুল অভিভাবকদের ছবি ছাপা হয় সংবাদপত্রের পাতায়। এইবারও উহার ব্যতিক্রম যে হইবে না তাহা বলাই-বাহুল্য।

সাংবিধানিকভাবে শিক্ষা এই দেশের সকল নাগরিকের অন্যতম মৌলিক অধিকার। অর্থাৎ নির্দিষ্ট বয়স হওয়ার পর শিশুর স্কুলে প্রবেশের পথে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা থাকিবে না, ইহাই প্রত্যাশিত। শিশু শ্রেণী বা প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষাকে অনেকে 'প্রতিবন্ধক' মনে করেন, মনে করেন ইহাতে শিশুর অধিকার নষ্ট হইতেছে। ইহা লইয়া বিতর্ক হইতে পারে। যখনই কোন একটি স্কুলের নির্দিষ্ট আসনের চাইতে বেশী শিশু ভর্তি হইতে চাহিবে তখন ভর্তি পরীক্ষার মত একটা ব্যবস্থাতো থাকিতেই হইবে। আসল সমস্যা হইতেছে স্কুলগুলির মান। অধিকাংশ স্কুলের লেখাপড়ার মান আশানুরূপ নয় বলিয়াই প্রতিবছর অভিভাবকদের তাহাদের শিশু সন্তানদের ভর্তি নিয়া দুশ্চিন্তা করিতে হয় এবং স্বাভাবিকভাবেই শেষমেষ অধিকাংশ অভিভাবকই তাহাদের নিজ নিজ সন্তানকে পছন্দমত ভাল স্কুলে ভর্তি করাইতে সক্ষম হন না। সত্য বটে যে, সকল স্কুলের লেখাপড়ার মান সমপর্যায়ে নিয়া আশা সহজ কাজ নহে। কিন্তু স্কুলগুলির লেখাপড়ার মান একটা ন্যূনতম পর্যায়ে উন্নীত করা তেমন কঠিন হইবার কথা নহে। সরকারী-বেসরকারী নির্বিশেষে সকল স্কুলের লেখাপড়ার মান গ্রহণযোগ্য মাত্রায় উন্নীত করার জন্য চেষ্টা-তদবির করা দরকার। বেসরকারী স্কুলের শিক্ষকদের বেতনের প্রায় পুরাটাই সরকার বহন করিয়া থাকে। সুতরাং সরকার আন্তরিক হইলে এবং একটু সতর্ক হইলে বেসরকারী স্কুলগুলিও অনেক ভালো হইতে পারে। ইহা করা সম্ভব হইলে অভিভাবকদের যেমন খারাপ স্কুলে সন্তানকে পাঠাইয়া দুশ্চিন্তায় ভুগিতে হইবে না তেমনি দেশের শিক্ষার মানও আশানুরূপ হইতে পারে।

যাহাই হউক, রাজধানীর কয়েকটি স্কুলে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হইয়াছে এবং বাদবাকীগুলিতেও শীঘ্রই শুরু হইবে। স্কুলে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির জন্য স্বীকৃত নিয়ম নীতি রহিয়াছে। সরকারী স্কুলের ক্ষেত্রে আছে সরকার নির্ধারিত নিয়ম। বেসরকারী স্কুলসমূহের ক্ষেত্রে তাহাদের নিজস্ব নিয়ম-কানুন থাকিলেও তাহা সরকার নির্ধারিত নিয়ম-নীতি নিরপেক্ষ নয়। আমরা আশা করি, নিয়ম-নীতি অনুসারে সকল স্কুলের ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হইবে। ভর্তির ক্ষেত্রে প্রতি বছরই সরকারী ও বেসরকারী স্কুলগুলিতে কম-বেশী অনিয়মের অভিযোগ আমাদের শুনিতে হয়। শোনা যায় জোর তদ্বির থাকিলে কোন কোন সরকারী স্কুলে নাকি নিয়ম-নীতির বাইরেও ভর্তি হওয়া যায়। একইভাবে মোটা অংকের অর্থ ব্যয় করিতে পারিলে ছেলে-মেয়েকে অনেক নামী স্কুলে ভর্তি করা সম্ভব বলিয়াও শোনা যায়। স্কুলগুলিতে ভর্তি প্রক্রিয়ার সময় মাস্তানদের চাপের কথাও মাঝে মাঝে প্রকাশ পায়। এ সবই অনাকাঙ্ক্ষিত ও ক্ষতিকর। অনিয়ম ও দুর্নীতি সকল সময়, সকল ক্ষেত্রেই পরিত্যাজ্য এবং অনিয়ম ও দুর্নীতি নির্মূল করা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব। আশা করি রাজধানীর স্কুলগুলিতে আসন্ন ভর্তি প্রক্রিয়া যাহাতে সুষ্ঠু ও নিয়ম-নীতির মধ্যে সম্পন্ন হইতে পারে তাহা নিশ্চিত করিতে কর্তৃপক্ষ যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।